রূপরেখা

জাতীয় তামাক কর নীতি-২০২১-৩০

প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশে প্রতিরোধযোগ্য মৃত্যুর একক বৃহত্তম কারণ তামাক। তামাকের কারণে দেশে প্রতিবছর প্রায় ১ লাখ ৬০ হাজার মানুষ মৃত্যুবরণ করে। ২০১৭ সালে প্রকাশিত গ্লোবাল অ্যাডাল্ট ট্যোবাকো সার্ভে (গ্যাটস) এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে ১৫ বছর বা তারচেয়ে বেশি বয়সের ৩৫.৩% মানুষ কোন না কোন ধরনের তামাক (সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুল, সাদাপাতা ইত্যাদি) ব্যবহার করে। ২০১৮ সালে তামাক ব্যবহারজনিত ব্যাধির কারণে বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মোট বার্ষিক ব্যয় হয়েছে ৩০ হাজার ৫৭০ কোটি টাকা বা প্রায় ৩ দশমিক ৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, তামাক নিয়ন্ত্রণের কৌশল এমপাওয়ার (MPOWER) এ তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে নীতি গ্রহণ ও পর্যবেক্ষণ, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের প্রয়োগের পাশাপাশি তামাকজাত দ্রব্যের কর বৃদ্ধিকে তামাক নিয়ন্ত্রণের অন্যতম উপায় হিসাবে চিহ্নিত করেছে। তামাকজাত দ্রব্যের ওপর ধারাবাহিকভাবে কর এবং দাম বাড়ানোর মাধ্যমে ব্যবহার কমিয়ে আনা কার্যকর ও সাশ্রয়ী পদ্ধতি হিসাবে স্বীকৃত। এ ধরনের পদক্ষেপ বিশেষত তরুণ ও দরিদ্রদের তামাক গ্রহণে নিরুৎসাহিত করে। গবেষণায় দেখা যায়, সিগারেটের মূল্য ১০ শতাংশ বৃদ্ধি করা হলে উচ্চ আয়ের দেশে অন্তত ৪ শতাংশ এবং মধ্যম ও নিম্ন আয়ের দেশে ৫ শতাংশ পর্যন্ত চাহিদা কমে আসতে পারে (WHO Technical Manual on Tobacco Tax Administration, 2011)।

বাংলাদেশ সরকার ২০০৪ সালে তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি Framework Convention on Tobacco Control-FCTC অনুস্বাক্ষর করে। FCTC-র আর্টিকেল ৬ এ কর বৃদ্ধির মাধ্যমে তামাক ব্যবহার হ্রাসের কথা বলা হয়েছে। এসডিজি-ও গোল ৩ এ সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতে FCTC বাস্তবায়নের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এসডিজি-র লক্ষ অর্জন এবং এফসিটিসি-র স্বাক্ষরকারী দেশ হিসাবে এ চুক্তির বাস্তবায়নে আমাদের বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

বাংলাদেশ সংবিধানের ১৮ (১) নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, জনগণের পুষ্টির স্তর-উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতিকে রাষ্ট্র অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য বলে গণ্য করবে। বিশেষ করে আরোগ্যের প্রয়োজন কিংবা আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট অন্য প্রয়োজন ছাড়া মদ্যপান, অন্যান্য মাদক পানীয় এবং স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর ভেষজের [মাদক] ব্যবহার নিষিদ্ধকরণের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২০১৬ সালের জানুয়ারিতে জাতীয় সংসদ ও ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন আয়োজিত দক্ষিণ এশীয় স্পিকারস সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুসারে আগামী ২০৪০ সালের মধ্যে দেশকে তামাকমুক্ত করতে সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। উক্ত লক্ষ্য অর্জনের মূল কৌশল হিসাবে দেশে একটি শক্তিশালী তামাক কর নীতি গ্রহণ ও স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ থেকে সংগৃহীত অর্থ ব্যবহারের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন।

তামাকজাত দ্রব্যের ওপর করারোপে বাংলাদেশের বিদ্যমান স্তর ভিত্তিক জটিল কর কাঠামো এবং কর সংগ্রহ ও মনিটরিং ব্যবস্থার দূর্বলতার কারণে সরকার রাজস্ব ফাঁকিসহ নানা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। একটি সমন্বিত তামাক কর নীতি জনস্বাস্থ্য রক্ষার পাশাপাশি রাজস্ব আদায়ে সরকারের সহায়ক হবে।

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়: শিরোনাম, প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও লক্ষ্য **পৃ- ১**

১.১। শিরোনাম
১.২। প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন
১.৩। নীতির লক্ষ্য
১.৩.১। সাধারণ লক্ষ্য
১.৩.২। সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য

দ্বিতীয় অধ্যায়: তামাকজাত দ্রব্যের ওপর করারোপ ও তামাকজাত দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ **পৃ-২**

২। তামাকজাত দ্রব্যের ওপর করারোপের নীতি
২.১। সকল তামাকজাত দ্রব্যের ওপর করারোপের সাধারণ নীতি
২.২। প্রকারভেদে তামাকজাত দ্রব্যের ওপর করারোপের নীতি
২.২.১। সিগারেট
২.২.২। বিড়ি
২.২.৩। ধোঁয়াবিহীন তামাক (জর্দা ও গুল)
২.২.৪। ধোঁয়াবিহীন তামাক (সাদাপাতা)
২.২.৫। ই-সিগারেট
২.৩। ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য সংক্রান্ত বিশেষ নীতি

তৃতীয় অধ্যায়: তামাক ও তামাকজাত দ্রব্যের আমদানি ও রপ্তানি **পৃ-৫**

৩.১। তামাক ও তামাকজাত দ্রব্যের আমদানি সংক্রান্ত নীতি
৩.২। তামাক ও তামাকজাত দ্রব্যের রপ্তানি সংক্রান্ত নীতি

চতুর্থ অধ্যায়: কোম্পানির আয়কর ও সিএসআর **পৃ-৭**

৪.১। কোম্পানির আয়কর বিষয়ে নীতি
৪.২। কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) তহবিল ব্যবহার

পঞ্চম অধ্যায়: তামাক চাষ **পৃ-৮**

৫। তামাক চাষ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের ওপর করারোপ

ষষ্ঠ অধ্যায়: তামাকের অবৈধ বাণিজ্য **পৃ-৯**

৬। তামাকের অবৈধ বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থা গ্রহণ

সপ্তম অধ্যায়: তামাক কর প্রশাসন ও কর আদায় পর্যবেক্ষণ **পৃ-১০**

৭.১। তামাক কর প্রশাসন
৭.২। তামাক কর আদায় পর্যবেক্ষণ (monitoring)
৭.৩। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি
৭.৪। স্থানীয় সরকার ও তামাক কর

অষ্টম অধ্যায়: কর্মকৌশল **পৃ-১২**

৮। তামাকজাত দ্রব্যের ওপর করারোপ ও নীতি বাস্তবায়নের কর্মকৌশল

নবম অধ্যায়: নীতিমালার সংশোধন ও অন্যান্য **পৃ-১৩**

৯.১। নীতিমালার সংশোধন
৯.২। জবাবদিহি
৯.৩। প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ

প্রথম অধ্যায়

শিরোনাম, প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও লক্ষ্য

১.১। শিরোনাম : এই নীতিমালা "জাতীয় তামাক কর নীতি ২০২১-৩০" নামে অভিহিত হবে।

১.২। প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন

ক) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এই নীতি প্রণয়ন করেছে এবং এটি বাস্তবায়নের দয়িত্ব জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওপর ন্যাস্ত থাকবে

খ) এই নীতি বাস্তবায়নে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড দেশের যেকোন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, কার্যালয়, দপ্তর, সংস্থা, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির সহায়তা চাইতে পারবে এবং এরূপ সহায়তা চাওয়ার প্রেক্ষিতে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা জানতে চাইতে পারবে

গ) জুলাই ২০২১ হতে এই নীতি বাস্তবায়ন হবে

ঘ) প্রতি বছর এই নীতির বাস্তবায়ন মূল্যায়ন করা হবে। সেখানে বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করে তা দূর করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হবে

ঙ) প্রতি পাঁচ বছর অন্তর, 'দেশের জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার ওপর এই নীতি বাস্তবায়নের প্রভাব' মূল্যায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি স্বাধীন কমিটি গঠন করা হবে। এই মূল্যায়নের ভিত্তিতে এই কমিটি নীতি সংশোধনের জন্য সুপারিশ করবে।

১.৩। নীতির লক্ষ্য

তামাক কর বিষয়ক এ নীতিতে ২০৪০ সালের মধ্যে কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য এক গুচ্ছ কর্ম-পরিকল্পনা তুলে ধরা হয়েছে। তামাক কর নীতিমালা নিম্নোক্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য কর ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করবে–

১.৩.১। সাধারণ লক্ষ্য

সার্বিক জনস্বাস্থ্য পরিস্থিতি ও পরিবেশের উন্নতির জন্য ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত (ব্যবহারের হার ৫%এর নীচে) করা

১.৩.২। সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য

ক) সার্বিক তামাক সেবন বিশেষকরে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও যুবদের মধ্যে এবং তামাক সেবনের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে (৫%এর নীচে) কমিয়ে আনা

খ) তামাক সংশ্লিষ্ট খাত থেকে সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি

গ) প্রাপ্তবয়স্ক নারী-পুরুষদের তামাক সেবন থেকে বিরত রাখা এবং ব্যবহারের হার কমিয়ে আনা

ঘ) মূল্য বৃদ্ধির কারণে তামাক সেবনকারীর স্তর পরিবর্তন অথবা তামাকজাত দ্রব্যের ধরণ পরিবর্তন নিরুৎসাহিত করা

ঙ) উৎপাদনকারীকর্তৃক রাজস্ব ফাঁকি দেয়ার সুযোগ কমিয়ে আনা

চ) অবৈধ বাণিজ্য প্রতিরোধ

ছ) কর ব্যবস্থা বাস্তবায়নের প্রশাসনিক পদ্ধতির সহজীকরণ

জ) কর প্রশাসনকে আরো শক্তিশালী করা

ঝ) তামাক চাষ কমিয়ে আনা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

তামাকজাত দ্রব্যের ওপর করারোপ ও তামাকজাত দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ

২। তামাকজাত দ্রব্যের ওপর করারোপের নীতি

২.১। সকল তামাকজাত দ্রব্যের ওপর করারোপের সাধারণ নীতি

২.১.১। সকল ধরণের তামাকজাত দ্রব্যে অভিন্ন সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ পদ্ধতির প্রচলন করা

২.১.২। মূল্যস্ফীতি ও মানুষের ক্রয়-সামর্থ্য বৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে প্রতিবছর সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্কের পরিমাণ নিয়মিতভাবে বৃদ্ধিকরা

২.১.৩। আরোপিত সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্কের পরিমাণ কোনভাবেই পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় কম হবে না

২.১.৪। সিগারেটের মূল্যস্তর ও অন্যান্য ধোঁয়াযুক্ত তামাক পণ্যের মধ্যকার কর ও দামের মধ্যে ব্যবধান কমিয়ে স্তর ও ধরণ পরিবর্তনের সুযোগ কমিয়ে আনা

২.১.৫। ধোঁয়াবিহীন তামাক পণ্যসমূহের মধ্যকার কর ও দামের মধ্যে ব্যবধান কমিয়ে আনা, যাতে করে স্তর ও ধরণ পরিবর্তন কমে আসে

২.১.৬। দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন/অগ্রগতি, মূল্য-স্ফিতি ও তামাকজাত দ্রব্যের কর-ভার এর ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ বৃদ্ধি করা

২.১.৭। বিদ্যমান আইন অনুসারে সর্বোচ্চ মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) আরোপ করা

২.১.৮। তামাক কোম্পানিকে ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট সুবিধা প্রদান বন্ধ করা

২.১.৯। তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে উৎপাদনের তারিখ মুদ্রণ নিশ্চিত করা

২.১.১০। তামাকজাত দ্রব্যের শুল্কমুক্ত বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করা। বাংলাদেশে কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাকে তামাকজাত দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে শুল্কমুক্ত সুবিধা না দেওয়া।

২.২। **প্রকারভেদে তামাকজাত দ্রব্যের ওপর করারোপের নীতি**

২.২.১। সিগারেট

ক) কর কাঠামোর জটিলতা কমাতে ও রাজস্ব বৃদ্ধি করতে সিগারেটের মূল্য স্তর পর্যায়ক্রমে কমিয়ে ২০২৫ সালের মধ্যে একটি মূল্যস্তরে নামিয়ে আনা

খ) তামাক কোম্পানিকে অগ্রিম ট্যাক্স স্ট্যাম্প সরবরাহ বন্ধ করা। অগ্রিম ট্যাক্স স্ট্যাম্প সরবরাহ তামাক কোম্পানিকে কর ফাঁকি দিতে প্ররোচিত করে

গ) নষ্ট হতে পারে ধরে নিয়ে সরবরাহ করা ট্যাক্স স্ট্যাম্পে রেয়াত (অগ্রিম সরবরাহ করা মোট স্টাম্পের ১%) দেওয়ার সুযোগ বন্ধ করা

ঘ) সিগারেটের খুচরা শলাকা বিক্রি বন্ধ করা

ঙ) স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং সর্বনিম্ন ২০ শলাকা নির্ধারণ করা।

২.২.২। বিড়ি

ক) ২০২২ সাল থেকে ফিল্টার ও ফিল্টারবিহীন বিড়ির স্তর তুলে দেয়া
খ) বিড়ির খুচরা শলাকা বিক্রি বন্ধ করা
গ) স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং ২০ শলাকা নির্ধারণ করা
ঘ) বিড়ি কারখানা/কোম্পনিগুলো তাদের লাভের একটি অংশ শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে জমা করবে। এই অর্থেও একটি অংশ দিয়ে বিড়ি শ্রমিকদের বিকল্প জীবিকা নিশ্চিত করা হবে।

২.২.৩। ধোঁয়াবিহীন তামাক (জর্দা ও গুল)

ক) জর্দা ও গুলের স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিংয়ে সর্বনিম্ন ওজন ৫০ গ্রাম নির্ধারণ করা
খ) প্যাকেজিং এর আকৃতি ও মান নির্ধারণ করা
গ) মোড়ক ভেঙ্গে খুচরা বিক্রয় বন্ধ করা।

২.২.৪। ধোঁয়াবিহীন তামাক (সাদাপাতা)

ক) সাদাপাতার উৎপাদন ও বিক্রয় চেইনকে করের আওতায় নিয়ে আসা
খ) স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং নির্ধারণ করা
গ) মোড়কবদ্ধ ছাড়া খুচরা বিক্রয় বন্ধ করা।

২.২.৫। ই-সিগারেট

বাংলাদেশে ই-সিগারেট সহ সকল ইমার্জিং টোব্যাকো প্রডাক্ট নিষিদ্ধ করার লক্ষ্যে নীচের নীতিগুলো অনুসরণ করা হবে-

ক) বাংলাদেশে ই-সিগারেট সহ সকল ইমার্জিং টোব্যাকো প্রডাক্ট নিষিদ্ধ করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে
খ) দেশে সব ধরণের ই-সিগারেটসহ সকল ইমার্জিং টোব্যাকো প্রডাক্ট, এর কার্তুজ ও আনুসাঙ্গিক উপকরণ উৎপাদন, বিপনণ ও আমদানির অনুমোদন দেয়া হবে না
গ) সরকার কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানিকে ই-সিগারেট এবং এর কার্তুজ ও উপকরণ উৎপাদন কিংবা ব্যবসার জন্য অনুমতি দেবে না
ঘ) যদি কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি উপরোল্লিখিত কোনো 'কার্যক্রম' লঙ্ঘন করে তবে তারা বাংলাদেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত হবে (কোন আইন অনুযায়ী)।

২.৩। ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য সংক্রান্ত বিশেষ নীতি

ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্যসমূহকে নিয়মের মধ্যে আনতে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ নেয়া হবে-

২.৩.১। স্থানীয় সরকার কর্তৃক (সিটি কর্পোরেশন/উপজেলা পরিষদ/পৌরসভা/ইউনিয়ন পরিষদ- যেখানে যেটি প্রযোজ্য) ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্যের সকল উৎপাদক, প্রস্তুতকারক এবং সমগ্র সাপ্লাই চেইনের যেমন, পাইকারি বিক্রেতা এবং বিক্রয়কেন্দ্রগুলোর তালিকা তৈরি করা

২.৩.২। ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদকারীকর্তৃক নিময়মমাফিক ফি পরিশোধ করে লাইসেন্স গ্রহণ এবং নিয়মমাফিক প্রতি বছর নবায়ন করা। প্রযোজ্য স্থানীয় সরকার কর্তৃক এটি নিশ্চিত করা

২.৩.৩। ট্রেডলাইসেন্স নবায়নের ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ভ্যাট ও ট্যাক্স রেজিস্ট্রেশন 'বাধ্যতামূলক' বিবেচনা করা

২.৩.৪। লাইসেন্স প্রাপ্ত ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য প্রস্তুতকারকদের কাছ থেকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকর্তৃক রাজস্ব আদায় নিশ্চিত করা

২.৩.৫। ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্যের সকল উৎপাদক ও প্রস্তুতকারককে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নিবন্ধন গ্রহণ করতে হবে

২.৩.৬। উৎপাদিত সকল জর্দা ও গুলের মোড়কে ব্যান্ডরোল/স্টাম্প ব্যবহার নিশ্চিত করা

২.৩.৭। ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্যের আইডি ডিজিটালাইজেশন করা

২.৩.৮। ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ অনুযায়ী প্রতিটি ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে ছবি সম্বলিত স্বাস্থ্য-সতর্কবাণী ছবি প্রদান। পাশাপাশি মোড়কের গায়ে উৎপাদনের তারিখ উল্লেখ

২.৬.৯। ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদন, কর আদায় এবং এতৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় নিয়ন্ত্রণাধীন রাখতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড স্থানীয় সরকারের সাথে সমন্বিতভাবে কাজ করবে।

তৃতীয় অধ্যায়

তামাক ও তামাকজাত দ্রব্যের আমদানি ও রপ্তানি

৩.১। তামাক ও তামাকজাত দ্রব্যের আমদানি সংক্রান্ত নীতি

৩.১.১। বাংলাদেশে তামাকজাত দ্রব্য আমদানির ক্ষেত্রে অবশ্যই ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ এর আওতায় প্রযোজ্য সকল বিধিনিষেধ প্রয়োগ নিশ্চিত করা

৩.১.২। আমদানিকৃত সকল ধরনের তামাকজাত দ্রব্যের সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের ওপর অ্যাড ভ্যালোরেম আবগারি শুল্ক আরোপ করা। পাশাপাশি প্রতি ইউনিটের ওপর কাস্টমস শুল্ক ও সুনির্দিষ্ট আবগারি শুল্ক আরোপ করা

৩.১.৩। তামাকজাত দ্রব্য ও তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদনের আনুসাঙ্গিক উপাদান (কাগজ, ফিল্টার, ফ্লেভার ইত্যাদি) আমদানিকারকদের নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে জমা প্রদান নিশ্চিত করা:

ক) পণ্য উৎপাদনের দেশ

খ) এইচএস কোড

গ) আমদানিকারকদের, ঠিকানা, ইমেইল, ফোন নম্বর, ভ্যাট ও ট্যাক্স নিবন্ধন নম্বর

ঙ) পণ্যের ব্রান্ডের নাম

৩.১.৪। সব ধরনের তামাকজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে শুল্ক ও কর একই পরিমাণ করা

৩.১.৫। তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদন সরঞ্জাম/যন্ত্রপাতি আমদানির ওপর উচ্চহারে আমদানি শুল্ক আরোপ করা

৩.১.৬। তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহার হয় এমন আমাদানিকৃত সরঞ্জাম/যন্ত্রপাতি স্থাপন, ব্যবহার এবং বাতিলকৃত সরঞ্জাম/যন্ত্রপাতির তথ্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে প্রদান নিশ্চিত করা

৩.১.৭। তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদনের আনুসাঙ্গিক উপাদান (কাগজ, ফিল্টার, ফ্লেভার ইত্যাদি) আমদানির ওপর উচ্চহারে আমদানি শুল্ক আরোপ করা

৩.১.৮। তামাকজাত দ্রব্যের উৎপাদক/প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান ব্যতিত অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদনের আনুসাঙ্গিক উপাদান (কাগজ, ফিল্টার, ফ্লেভার ইত্যাদি) আমদানি করতে পারবে না

৩.১.৯। স্থানান্তর মূল্য নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত আইনের বিধান বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৩.২। তামাক ও তামাকজাত দ্রব্যের রপ্তানি সংক্রান্ত নীতি

৩.২.১। তামাকজাত পণ্য রপ্তানির জন্য যেসব বিষয় অনুসরণ করতে হবে-

ক) অপরিশোধিত ও প্রক্রিয়াজাতকৃত তামাক পাতা রপ্তানিতে নিরুৎসাহিত করতে অধিক শুল্ক আরোপসহ অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা

খ) রপ্তানির উদ্দেশ্যে প্রণয়ন করা দেশের প্রচলিত আইনের পরিপন্থী কোনো কাজ বা সাংঘর্ষিক কিছু বন্ধ করতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা

গ) তামাকজাত দ্রব্য রপ্তানিতে উৎসাহী করতে কোন ধরনের শুল্ক সুবিধা প্রদান না করা।

ঘ) রপ্তানির জন্য উৎপাদিত তামাকজাত দ্রব্যে সুস্পষ্টভাবে ''রপ্তানির জন্য প্রস্তুতকৃত'' সংক্রান্ত তথ্য মুদ্রণ নিশ্চিত করা

ঙ) রপ্তানির জন্য উৎপাদিত পণ্য দেশের বাজারে বিক্রি বন্ধ করা।

৩.২.২। তামাক পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে নিম্নাক্ত পদ্ধতিতে বিজ্ঞপ্তি প্রদান ও রেকর্ড সংরক্ষণ করা–

ক) কখন, কোথায় ও কীভাবে রপ্তানি করা হবে তার তথ্যসহ কী পরিমাণ তামাকজাত দ্রব্য রপ্তানি হলো তার রেকর্ড সংরক্ষণ করা

খ) অবৈধ বাণিজ্য এড়াতে যেদেশে পণ্য পাঠানো হচ্ছে তাদের সাথে রপ্তানির তথ্য-উপাত্ত মিলিয়ে নেওয়া।

চতুর্থ অধ্যায়

কোম্পানির আয়কর ও সিএসআর

৪.১। কোম্পানির আয়কর বিষয়ে নীতি

৪.১.১। তামাক কোম্পানিকর্তৃক আয়ের ৪৫% হারে করপোরেট কর প্রদান করা

৪.১.২। সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে লভ্যাংশ ভাগাভাগি কিংবা লভ্যাংশের অর্থ অবৈধভাবে বিদেশে প্রেরণের মাধ্যমে কর ফাঁকি দেয়ার বিষয়ে অনুসন্ধান যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা

৪.১.৩। বিধিবদ্ধ কর হার এবং কার্যকর কর ও আদায় হারের মধ্যে বিদ্যমান ব্যবধান কমিয়ে আনা।

৪.২। কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) তহবিল ব্যবহার

কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতার অর্থ ব্যবহারে নিম্নোক্ত নীতি অনুসরণ করা-

৪.২.১। সিএসআর তহবিলের অর্থ ব্যবহারে বিদ্যমান ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ এর বিধিবিধান প্রতিপালন নিশ্চিত করা এবং সিএসআর তহবিলের অর্থ যেন তামাক কোম্পানি, এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান ও তামাকজাত পণ্যের প্রচার-প্রচারণা, পণ্য ব্যবহারে প্রলুব্ধকরণ ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হতে না পারে তা নিশ্চিত করা

৪.২.২। তামাক কোম্পানিকর্তৃক সিএসআর তহবিলের অর্থের ব্যয় বিবরণী প্রকাশ। সিএসআর কার্যক্রমের ধরণ, সিএসআর তহবিলের অর্থ ব্যয়ের পরিকল্পনা (কখন ও কী পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হবে তার তথ্য) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে প্রেরণ

৪.২.৩। তামাক কোম্পানিগুলোর সিএসআর কার্যক্রমের ব্যাপ্তি নির্ধারণ করা।

পঞ্চম অধ্যায়

তামাক চাষ

৫। তামাক চাষ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের ওপর করারোপ

৫.১। তামাক চাষী এবং তামাক চাষে ব্যবহৃত জমির তালিকা তৈরিতে এনবিআর কৃষি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বিতভাবে কাজ করা

৫.২। কৃষি মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় বিদ্যমান তামাক চাষের জমি চিহ্নিতকরণ, তালিকা তৈরি করা এবং নিরুৎসাহিতকরণে তামাক চাষকে করের আওতায় নিয়ে আসা

৫.৩। 'তামাক চাষী ও তামাক কোম্পানির মধ্যে পারস্পরিক চুক্তিতে তামাক চাষ' নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ নেয়া

৫.৪। তামাক চাষীদের কোনোরকম ভর্তুকি বা কর রেয়াতের জন্য বিবেচনা না করা

৫.৫। তামাক চাষ ও তামাক প্রক্রিয়াজাতকরণে শিশু শ্রমিক ব্যবহার বন্ধে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা

৫.৬। তামাক চাষ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিপণন ও বাজারজাতকরণ ব্যবস্থাকে করের আওতায় আনা

৫.৭। কাঁচা তামাক পাতা প্রক্রিয়াজাতকরণ ও চুল্লি করের আওতায় নিয়ে আসা

৫.৮। তামাক পাতা রপ্তানিতে ভর্তুকি ও কর রেয়াত বন্ধ করা

৫.৯। তামাক কোম্পানি কর্তৃক অন্য যেকোন পণ্য রপ্তানিতে কর ছাড় প্রদান বন্ধ করা।

ষষ্ঠ অধ্যায়

তামাকের অবৈধ বানিজ্য

৬। তামাকের অবৈধ বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থা গ্রহণ-

৬.১। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার অবৈধ বাণিজ্য বিষয়ক প্রটোকল (illicit tobacco trade protocol) অনুসমর্থনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ

৬.২। ব্যান্ডরোলের পুনঃব্যবহার রোধ করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া

৬.৩। অবৈধ বাণিজ্যে জড়িতদের বিরুদ্ধে বিদ্যমান আইন অনুসারে দ্রুত ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা

৬.৪। ইন্টারনেট, টেলিকমিউনিকেশন বা অন্য কোনো প্রযুক্তিভিত্তিক বিক্রয়-ব্যবস্থার মাধ্যমে তামাকজাত পণ্যের বিক্রি নিষিদ্ধ

৬.৫। তামাক পণ্যের প্রতিটি প্যাকেট আলাদা চিহ্নিত ও স্ক্যান করার জন্য প্রযুক্তির উন্নয়ন করতে হবে। একইসঙ্গে তামাক পণ্যের প্যাকেজে নিম্নোক্ত তথ্যসমূহ প্রযুক্তির মাধ্যমে সংযুক্ত করতে হবে-

ক) উৎপাদনের তারিখ ও অবস্থান
খ) উৎপাদনের সুবিধা
গ) তামাক পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত মেশিন সম্পর্কিত তথ্য
ঘ) পণ্য পরিবর্তন ও উৎপাদনের সময়
ঙ) প্রথম গ্রাহকের নাম, তালিকা, অর্ডার নম্বর ও অর্থ প্রদানের রেকর্ড রাখতে হবে যিনি কোনোভাবেই উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত নন
চ) খুচরা বিক্রয়ের সম্ভাব্য বাজার
ছ) পণ্যের যথাযথ বিবরণ
জ) গুদামজাত ও স্থানান্তর সংক্রান্ত তথ্য

সপ্তম অধ্যায়

তামাক কর প্রশাসন ও কর আদায় পর্যবেক্ষণ

৭.১। তামাক কর প্রশাসন

৭.১.১। তামাক কর ট্যাকিং, ট্রেসিং, মনিটরিং, তামাক কোম্পানির লাইসেন্সিং, নথি ববস্থাপনা, অভিযোগ, প্রতিবেদন ইত্যাদি ক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার/প্রবর্তনের মাধ্যমে তামাক কর প্রশাসনকে শক্তিশালী করণ

৭.১.২। অত্যাধুনিক ও পরিশীলিত ট্যাক্স স্টাম্প ও ব্যান্ডরোলের প্রবর্তন

৭.১.৩। তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রয় এবং তামাক কোম্পানিকর্তৃক কর পরিশোধ নজরদারি (tracking) ও চিহ্নিতকরণে (tracing) বারকোডের ব্যবহারসহ অন্যান্য অত্যাধুনিক পদ্ধতি গ্রহণ করা এবং এক্ষেত্রে উচ্চ প্রযুক্তির ডিভাইস ব্যবহার করা

৭.১.৪। তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদন, বিতরণ ও বিক্রয়ের সাথে জড়িত সকলকে নিবন্ধন এবং লাইসেন্স এর আওতায় নিয়ে আসা

৭.১.৫। স্থানীয় সরকার কর্তৃক তামাকজাত পণ্যের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্সের আওতায় নিয়ে আসা, তামাকের খুচরা বিক্রেতাদের নিবন্ধন নিশ্চিত করা এবং লাইসেন্সকৃত প্রতিষ্ঠানসমূহকে করের আওতায় নিয়ে আসা

৭.১.৬। কর আদায়, রিপোর্টিং ও পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকর্তৃক একটি কার্যপ্রণালী বিধি (স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর) প্রস্তুত করা

৭.১.৭। তামাক কোম্পানিতে সরকারের অংশীদারিত্ব প্রত্যাহারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এনবিআর কর্তৃক অনুরোধ করা

৭.১.৮। ট্যাকিং ও ট্রেসিং ও মনিটরিংসহ অন্যান্য দাপ্তরিক কাজকর্ম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় জনবল নিশ্চিত করা। একইসঙ্গে কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা

৭.১.৯। তামাক কর সংক্রান্ত আইনী সমস্যা সমাধান জোরদারের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় লোকবল বৃদ্ধি, অর্থায়ন, দক্ষতা বৃদ্ধিসহ সাংগঠনিক কাঠামো জোরদার করা

৭.২। তামাক কর আদায় পর্যবেক্ষণ (monitoring)

তামাক কর আদায় পর্যবেক্ষণ (monitoring) ব্যবস্থাপনা এবং তামাক কর আদায় ও এতৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে-

৭.২.১। তামাক ও তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদন, বিপণন ও বিতরণের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ডিজিটাল ডাটাবেজের আওতায় নিয়ে আসা

৭.২.২। নজরদারী ও পর্যবেক্ষণের জন্য ডিজিটাল ব্যবস্থা চালু করা

৭.২.৩। অভ্যন্তরীণভাবে রাজস্ব অফিসের মাধ্যমে নিয়মিত পণ্যের মূল্য ও স্ট্যাম্প ব্যবহারের উপাত্ত সংগ্রহে ডিজিটাল ব্যবস্থা চালু করা

৭.২.৪। অধিকতর পর্যবেক্ষণ এবং কর সংগ্রহ যথাযথভাবে ট্রাকিং করতে প্যাকেটে উৎপাদন তারিখ মুদ্রণ নিশ্চিত করা

৭.২.৫। ব্যান্ড রোলের অবৈধ পুনর্ব্যবহার ট্রাকিং ও পর্যবেক্ষণ করা

৭.২.৬। কর পরিশোধের সময় তামাক কোম্পানিকর্তৃক তার পণ্য ব্রান্ড সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে জমা দেয়া এবং নতুন কোন ব্রান্ড প্রচলন করলে তা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে অবহিত করা

৭.২.৭। অনলাইনে যেকোন ধরণের তামাক পণ্য বিক্রয় বন্ধ করতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করা

৭.২.৮। তামাক পণ্যের কর বিষয়ক হালনাগাদ উপাত্ত স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশ।

৭.৩। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নজরদারি, তামাক পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি, পর্যবেক্ষণ, কর নির্ধারণ ও চোরাচালান বিষয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং দেশি ও আন্তর্জাতিক তামাক বিরোধী সংস্থার সাথে সমন্বয় করে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা এবং পারস্পরিক তথ্য সরবরাহ করা।

৭.৪। স্থানীয় সরকার ও তামাক কর

৭.৪.১। অপ্রাতিষ্ঠানিক বা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদন করে এমন তামাক কোম্পানিসমূহের তালিকা তৈরি এবং তা নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে সহায়তা করবে

৭.৪.২। স্থানীয় সরকার তামাকজাত দ্রব্যের উৎপাদক/প্রস্তুতকারক, বিতরণকারী, পাইকারি বিক্রেতা, তামাক চাষ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং খুচরা বিক্রয় কেন্দ্রের জন্য লাইসেন্সিং ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং লাইসেন্স গ্রহণ নিশ্চিত করবে

৭.৪.৩। তামাক নিয়ন্ত্রণে গঠিত টাস্কফোর্স কমিটির সভা অনুষ্ঠানে স্থানীয় সরকার সহায়তা করবে

৭.৪.৪। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন বাস্তবায়ন মনিটরিং এবং আইন লংঘনকারীদের শাস্তির আওতায় আনতে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করবে

৭.৪.৫। কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয়পূর্বক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ তামাক চাষে ব্যবহৃত জমির তালিকা প্রস্তুত করবে

৭.৪.৬। তামাক শুল্ক তদারকিতে স্থানীয় সরকার জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে চাহিদা অনুযায়ী সহায়তা করবে।

অষ্টম অধ্যায়

কর্মকৌশল

৮। তামাকজাত দ্রব্যের ওপর করারোপ ও নীতি বাস্তবায়নের কর্মকৌশল

৮.১। মূল্যস্ফীতি অনুসারে প্রতিবছর তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য ও কর নির্ধারণের সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে একটি প্রস্তাবনা কমিটি গঠন করা হবে। অর্থনীতি ও জনস্বাস্থ্য-অর্থনীতি বিষয়ক একাডেমিশিয়ান; জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের প্রতিনিধি; স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট-র প্রতিনিধি; প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রতিনিধি; অর্থ, ভূমি, কৃষি ও বানিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি; তামাক-কর বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি এবং তামাক-কর বিষয়ে কার্যরত বেসরকারি সংগঠনের প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠিত হবে। রাজস্ব বোর্ডের তামাক কর সেল এর সদস্য-সচিবের দায়িত্ব পালন করবে

৮.২। রাজস্ব বোর্ডের তামাক কর সেল এ নীতি বাস্তবায়ন, পরিকল্পনা গ্রহণ এবং সমন্বয় সাধনের দায়িত্ব পালন করবে

৮.৩। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নীতির বাস্তবায়নে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল, তামাক নিয়ন্ত্রণে কার্যরত বেসরকারি সংগঠনসহ অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি স্টেকহোল্ডারদের যুক্ত করবে

৮.৪। রাজস্ব বোর্ডের তামাক কর সেল উপর্যুক্ত স্টেকহোল্ডারদের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করবে। স্টেকহোল্ডারদের সাথে সভা, পত্র-যোগাযোগ, অবহিতকরণ, যুক্তকরণ, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মতামত ও পরামর্শ গ্রহণের মাধ্যমে এই যোগাযোগ ও সমন্বয় রক্ষা করা

৮.৫। প্রতিবছর তামাক কর সেল ও জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল যৌথভাবে তামাকজাত দ্রব্যের কর বৃদ্ধি এবং জনস্বাস্থ্যের ওপর এর প্রভাব সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রকাশ করবে।

নবম
অধ্যায়

নীতিমালার সংশোধন ও অন্যান্য

৯.১। নীতিমালার সংশোধন

৯.১.১। নীতিমালা বাস্তবায়নের পর প্রয়োজন অনুযায়ী জনস্বাস্থ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে বার্ষিক বাস্তবায়ন মূল্যায়ন প্রতিবেদনসমূহের ভিত্তিতে এবং পরিবর্তিত অবস্থার সাথে সাথে নীতিমালাকে আরো কার্যকর ও সময়োপযোগী করে তুলতে নীতিমালা সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া

৯.১.২। এই সংশোধন নীতিমালার লক্ষ্যসমূহ এবং দেশে তামাক নিয়ন্ত্রণ ও জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার মূল স্পিরিটের পরিপন্থী হবে না

৯.১.৩। সংশোধন প্রক্রিয়ায় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলকে যুক্ত করা।

৯.২। জবাবদিহি

৯.২.১। জনগণের কাছে জবাবদিহি নিশ্চিত করতে নীতিমালার বাস্তবায়ন অগ্রগতিসহ এতৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্য স্বপ্রণোদিতভাবে ওয়েবসাইট, বার্ষিক প্রতিবেদন এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা পদ্ধতির (social accuntibility tools) মাধ্যমে প্রকাশ করা

৯.২.২। এরূপ তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন, বিধিমালা ও প্রবিধানমালাসমূহের সাথে সামঞ্জস্যতা রক্ষা করা।

৯.৩। প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ

৯.৩.১। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এই নীতিমালা বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর করার ব্যবস্থা নেয়া

৯.৩.২। এই নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এবং জনস্বার্থে প্রয়োজন এমন আইন ও বিধিবিধান সংশোধনে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক সরকারকে অনুরোধ করা।